অতিরিক্তভাবে সংযুক্ত অংশ-৪

দিক্ষা-প্রনালী এবং পঞ্চ সমস্কার

(নারদ পঞ্চরাত্র,ভারদ্বাজ-সম্হিতা, পরিশিষ্ট, অধ্যায় ২, শ্লোক ১-৫৬)

TEXT 1

এক সম্ভাব্য শিষ্য যিনি ভগবান বিষ্ণুর দাস হয়ে উঠার জন্য আগ্রহী,তাকে নিজের যোগ্যতা প্রস্তাবিত পঞ্চ সমস্কার অর্জনের জন্য তাহাকে প্রকৃত পূর্ন আত্মিক গুরুকে এক বৎসর উপাসনা ও সেবা করা উচিত। এই যোগ্যতাই শ্রী বিষ্ণুর অবিমিশ্রিত ভক্তিমূলক সেবা অর্জনের কারণ।

TEXT 2

এই পাঁচ সমস্কার-১) তপ ২) পুন্ড্র ৩) নাম ৪) মন্ত্র ৫)যাগ- ভগবানের প্রতি সর্বোচ্চ পর্যায়ের অবিমিশ্রিত ভক্তিমূলক সেবা অর্জনের কারণ।

TEXT 3-4

আচার্য্যকে(গুরুকে) একটি শুভ দিন নির্বাচন করিয়া নিজে এবং নির্বাচিত শিষ্য প্রথমে দুই জনে স্নান করিয়া, তাহার পরে মন্ত্র আচমন সঞ্চালন পুর্বক সেই শিষ্যর শরীরে ভগবান হরির সূদর্শন চক্রের প্রতীপ ছাপানো ক্রীয়া সম্পাদিত করিতে হইবে। এর পরে আচার্য্য তাঁর শিষ্যের ডান হাতে একটি শুভ সূত্র বাঁধিবার সঙ্গে সঙ্গে ভগবান বিষ্ণুর স্তুতি পাঠ এই প্রকার করিবেন (শুক্ল যযুর বেদের শ্লোক "বিষ্ণোর নুকম বীরয়াণী" পাঠ পুর্বক) নিজের ইষ্টদেবের চিন্তন পুর্বক অথবা তাঁহার উপস্থিতি স্থাণ্ডিলের মধ্যে (বালুকা দিয়া পূজা আয়োজনের জন্য প্রস্তুত পবিত্রীকৃত সমচতুর্ভুজ ক্ষেত্র) আবাহন পুর্বক তাঁহার উপাসনা করিবেন।

TEXT 5-6

ইহার পরে গুরুকে পশ্চিমের মুখোমুখি হইয়া বসিতে হইবে (ভগবান্ বিষ্ণুর মুখোমুখি বসিলে, পশ্চিমের মুখোমুখি হওয়া যায়, যেহেতু তিঁনি পূর্ব দিকে দৃষ্টিপাত করেন)। এর পরে তিনি নিজের ঐতিহ্য প্রাপ্ত মন্ত্রকে ব্যবহার করিয়া পবিএ অগ্নি প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিটি সম্পাদন করিবেন। ইহার পরে তিনি মূল-মন্ত্র (অষ্টাক্ষর মন্ত্র-আঠ অক্ষর ওঁ নমো নারায়ণায়) উচ্চারন পুর্বক অগ্নির মধ্যে ঘী আহুতি দিবেন। তারপরে সেই মন্ত্রের প্রতি অক্ষরের উচ্চারন করিতে করিতে আবার ঘী আহুতি প্রদান করিতে হইবে। শেষে আবার অগ্নিতে ঘী আহুতি ওই মূল-মন্ত্র উচ্চারন করিয়া দিতে হইবে।

ইহার পরে তাঁহাকে রৃগ বেদের পুরুষ-সূক্তের ষোল মন্ত্র পাঠ করিয়া ছয়বার হোম অর্পণ করিতে হইবে। পশ্চাৎ ব্রহ্ম-গায়ত্রী (নারায়ণায় বিদমহে) উচ্চারন সহিত তিনবার হোম অর্পণ করিবার পরবর্তীকালে ভগবান বিষ্ণুর প্রধান অস্ত্রগুলিকে (গদা,চক্র,অসি,ধনুষ,এবং শঙ্খ) সম্মানিত করিবার জন্য পঞ্চায়ুধ মন্ত্র উচ্চারন সহকারে পাঁচ বার হোম অর্পণ করিতে হইবে।

TEXT 7-11

অত্পর রন্ধন করিয়া খাদ্যদ্রব্য (হবিষ্য) ভগবানের অর্চা-বিগ্রহকে অর্পণ করিয়া, অবশিষ্ট খাদ্য অংশ নৈবিদ্য রুপে পবিত্র অগ্নিতে পূর্ববর্তী পদ্ধতির অনুসার এবং ধারা বিশেষে আহুতি দিতে হইবে। ভগবানের শঙ্খ এবং চক্র চিহ্ন-যুক্ত স্বর্ণ, নতুবা তাম্র কিংবা রৌপ্য দিয়া গঠিত ধাতুর মুদ্রণ গুলি পঞ্চ-গব্য আর জল সিঁচন করিয়া মন্ত্র-মাধ্যমে শুদ্ধিকরণ করিতে হইবে। মুদ্রন গুলি অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া প্রতিটি মুদ্রনে, গুরুকে যথাযথ মন্ত্রের সহিত ভগবান্ বিষ্ণুর সেই সেই অস্ত্রের উপস্থিতি আহ্বান জানাতে হইবে। আগুনের মত উজ্বল লাল গরম মুদ্রণ গুলি, পাদ্য, অর্ঘ, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধুপ, দীপ, আর নৌবিদ্য দিয়া সর্বতো ভাবে উপাসনা করিতে হইবে। নিয়মনিষ্ঠ উপাসনার পর গুরু এই মুদ্রণ গুলিকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন। এইবারে গুরু নিজ হস্তে কিংবা অন্য সহকারী যিনি অভিজ্ঞতা-পূর্ন উপযুক্ত মন্ত্রের সাহায্য নিয়া শিষ্যের ডান হাতের উপরি ভাগে সুদর্শন চক্রের প্রতীক এবং বাম হাতের উপরি ভাগে শঙ্খের প্রতীক অঙ্কিত করবেন, কারণ এই দুই অস্ত্র ভগবান্ বিষ্ণুর সদৃষ হস্তে অবস্থিত।

TEXT 12

অনুরুপভাবে, গুরু শিষ্যের মস্তকে,মাথায় এবং বুকে উষ্ণ মুদ্রণ দিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর গদা, ধনুষ আর অসির ছাপ যথাক্রমে যথাচিত মন্ত্র সহকারে অঙ্কিত করিতে পারেন। এই পদ্ধতিতে গুরু মনোনীত করিবেন কী খালি চক্রের ছাপ কিংবা চক্র ও শঙ্খের ছাপ কিংবা সমস্ত পঞ্চ অস্ত্রের ছাপ আবশ্যকীয় বা প্রয়োজনীয় কি না।

TEXT 13

ইহার পরে গুরু হোম-যজ্ঞের সমাপ্তি ঘোষনা করিয়া শিষ্য সহিত ভগবানের অর্চা-বিগ্রহর পরিক্রমা করিয়া, ভগবানের উপস্থিতি এবং কৃপা প্রার্থনা করিবেন।

TEXT 14-15

তাপ-সমস্কার সমাপ্তি পূর্বে ব্রাহ্মণগন পুণ্য-বাচনম (অনুষ্ঠান সমাপ্তি-কালে শুভ আবৃত্তি) পাঠ করিবেন। শিষ্য গুরুর উপাসনা করিয়া ও তাঁহাকে শ্রদ্ধা-পুর্বক পরিধান-বস্ত্র,মালা এবং ভূষণআদি অর্পণ করিয়া তাঁহার সন্তুষ্টি প্রার্থনা করিবেন। এই প্রকার শিষ্যকে উচিত কি প্রবল উত্সাহের সঙ্গে ভগবান বিষ্ণুর (শারঙ্গী) সর্ব-মঙ্গলজনক প্রতীক ধারণ করা ও সমগ্র উপস্থিত বৈষ্ণব-গণকে প্রসাদ এবং উপহার দিয়া সন্তুষ্টি বিধান করা।

TEXT 16-17

গুরু, একটি শুভ দিন নির্বাচন করিয়া শিষ্যের পুড্র-সমস্কার অনুষ্ঠন যথাবিহিত পদ্ধতি সহকারে করিবেন। পূর্বকৃত পদ্ধতি অনুসার গুরু এবং শিষ্য স্নানের পশ্চাতে প্রাথমিক শ্রাস্ত্র-বিশোধক নিয়মাবলী পালন করিবেন। গুরু, শিষ্যের ডান হাতের মণিবন্ধে চক্রাকারে একটি শুভ সূত্র বন্ধন করিয়া তাহাকে নিকটে উপবিষ্ট করিয়া বিষ্ণু ভগবানের অর্চা-বিগ্রহর উপাসনা করিবেন। নৈবিদ্য অর্পণ করিয়া শাস্ত্র-পদ্ধতি অনুসার সর্ব উপচার, দীপ-দান অবধি প্রদান করিয়া, গুরু একটি স্থাণ্ডিল এক প্রকোষ্ঠ পরিমিত স্থানের উপর গঠন করিবেন।

TEXT 18-20

এই স্থাণ্ডিল মধ্যে গুরু বারোটি জায়গাতে উধ্ব-পুণ্ড্র রঙ্গিন রেণু দিয়া, পূর্বদীগ হইতে শুরু করিয়া সমান ব্যবধানে অঙ্কিত করিবেন। স্থাণ্ডিলের মধ্য ভাগে চার অতিরিক্ত চিহ্ন চারি দিশাতে অঙ্কিত করিয়া, গুরু এই ষোল উর্ধ-পুণ্ড্র প্রতীকগুলি, প্রত্যেককে ষোল উপচার সহিত পূজা করিবেন। এর পরে শ্রীবিষ্ণুর বারো মূর্তীর ধ্যন, "কেশব" হইতে শুরু করিয়া এক এক করিয়া তাঁহাদের স্থাণ্ডিলের মধ্যে যথাযথ স্থানে উপস্থিতির জন্য আহ্বান জানাতে হইবে। তত্পর, ভগবান্ বিষ্ণুর চতুর-বূহ্যকে স্মরণ করিয়া তাঁহাদের নাম উচ্চারন সহিত তাঁহাদিগকে যথাযথ স্থানে উপস্থিত হইবার আহ্বান জানাতে হইবে। ইহার পরে গুরুকে চতুর-বূহ্যকে অর্ঘ-দান হইতে শুরু করিয়া হব্য-দান পর্যন্ত ষোল উপচার দিয়া অর্চন করিতে হইবে।

TEXT 21-23

তাহার পরে গুরু তাঁর শিষ্যকে সঙ্গে নিয়া স্থাণ্ডিলের পরিক্রমা করিবেন এবং দুইজনে ভগবান্ বিষ্ণুর সমগ্র বিস্তার,যাঁহাদের স্থাণ্ডিলের মধ্যে আহ্বান করা হইয়াছিল, তাঁহাদের প্রণিপাত করিয়া সম্মুখে বসিবেন। এই সময়ে গুরু নিজের শিষ্যকে এই সকল দিব্য বিস্তারের মুর্তি এবং নামের মহিমা, "কেশব"থেকে শুরু করিয়া অনুক্রমে প্রামানিক রূপে বর্ননা করিবেন,যৎদ্বারা সেই শিষ্য নিজের হৃদয়ের মধ্যে এই দিব্য জ্ঞান চিরকাল ধারন করিতে পারে। তাহার পরে শিষ্য গোপী-চন্দন নিয়া জলের সঙ্গে ঘর্ষন করিয়া, যথাবিহিত মূল-মন্ত্র পাঠ করিয়া পঙ্ক বানাইবেন। গোপী-চন্দনের পঙ্ক নিজের আঙ্গুলে লেপীয়া প্রথমে কপালে উর্ধ-পূণ্ড্র অঙ্কিত করিয়া বাকী শরীরে নির্দিষ্ট স্থান সকলে উর্ধ-পূণ্ড্র অঙ্কিত করিবে।

TEXT 24-27

দিক্ষিত শিষ্য নিজের শরীরে এই প্রকার দ্বাদশ কিংবা ত্রয়োদশ তিলক-চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারে। আবার ইচ্ছানুসারে কেবল শরীরের চার স্থানে, নতুবা খালী একই স্থানে তিলক-চিহ্ন লাগান যায়। উর্ধ-পুণ্ড্র তিলক লাগাইবার পূর্বে ভগবান্ বিষ্ণুর রূপ ধ্যান এবং নাম উচ্চারন করিয়া "নমঃ" শব্দ যোগ করা উচিত। শরীরের দ্বাদশ স্থানে উর্ধ-পুণ্ড্র তিলক লাগাইবার কালে বিষ্ণুর প্রধান দ্বাদশ মূর্তিকে, প্রথমে "কেশব" নাম চিন্তন করিয়া অনুক্রমে বাকী সবার চিন্তন করিতে হইবে। যদি ত্রয়োদশ তিলক লাগাইতে হয়,তবে "বাসুদেব" নাম স্মরণ করিয়া তাহা ধারন করা কর্তব্য। যদি শরীরে চার তিলক ধারন করিতে হয়, তো চতুর-বূহ্য আহ্বান করিয়া প্রতিটি সদস্যকে অনুক্রমে স্মরণ করিয়া তিলক লাগানো উচিত। কেবল একটি তিলক ধারন করিলে, তাহা কপালে অঙ্কিত করা উচিত, এবং ইচ্ছানুসার "কেশব" অথবা "বাসুদেব"নাম আহ্বান করিয়া তিলক লাগানো উচিত। তিলক লাগাইবার পশ্চাত, ভগবান্ বিষ্ণুর যে রূপকে আহ্বান করা হয়, তাঁহার নিকট শরীরের যথা ভাগে শাশ্বত নিবাস করিবার অভিপ্রায়ে প্রাথনা করিতে হইবে। এই কারনে বৈষ্ণবের শরীরকে ভগবান্ বিষ্ণুর মন্দির বলা হয়। এর পরে গুরু, অবশিষট উপহার এবং নৈবিদ্য অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া অনুষ্ঠান সমাপন করিবেন। শিষ্য গুরুকে উপাসনা করিয়া সমবেত বৈষ্ণব-গণকে প্রসাদ অর্পন করিয়া সন্তুষ্ট করিবেন।

TEXT 28-29

নাম সমস্কার আয়োজনের মাধ্যমে, গুরু কৃপা-সিক্ত শিষ্যকে ভগবান বিষ্ণুর একটি পবিত্র নাম দিয়া কৃর্তার্থ করিবার সময় আর একটি নাম যোগ করিবেন, যৎদ্বারা শিষ্য ভগবান্ বিষ্ণুর দাস,এই জ্ঞাপন হয়। গুরু একটি শুভ দিন নির্বাচন করিয়া, পূর্বকৃত অনুষ্ঠানের মতো, শিষ্য আর গুরু দুইজন স্নান করিয়া আচমন করিবেন। প্রথমে গুরু শ্রী নারায়ণের উপাসনা করিবেন, এবং তাহার পরে খোলা জমিতে স্থাণ্ডিল স্থাপনা করিয়া, তার মধ্যে পূর্বের অনুষঠানের ন্যায় রঙ্গিন রেণু দিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর ষোল বিস্তারের প্রতীক অঙ্কিত করিয়া,তাঁহাদের ক্রম অনুসার আহ্বান করিয়া উপাসনা করিতে হইবে। ইহার পরে গুরু, নাম-দেবতাকে (যে নামে শিষ্য কৃপা-সিক্ত হইবেন) আহ্বান করিয়া ষোল উপচার, নৈবিদ্য সহিত অর্পণ করিবেন। নাম-দেবতা ও ভগবান বিষ্ণু দইজন অভেদ-তত্ত এই জ্ঞানে উপাসনা কর্তব্য।

TEXT 30-32

শিষ্য নতুন কাপড় (উর্ধস্তিত কাপড় এবং কোটি-বন্ধ) নিয়া গুরুর হাতে অর্পণ করিলে, তিনি নাম-দেবতাকে অর্পণ করিয়া শিষ্যর হাতে ফিরত দিবেন। শিষ্য সেই নাম-দেবতাকে অর্পণ করা নূতন-বস্ত্র পরিয়া গুরুর নিকট আসিলে, তাহাকে নাম-দেবতার নৈবিদ্য,গন্ধ,এবং মালা প্রসাদ-রূপে দেয়া হইবে। গুরু তখন শিষ্যকে নাম-দেবতার নামে অভিসিক্ত করিয়া দাস (ভগবান্ বিষ্ণুর দাস) বলিয়া ডাকিবেন। অতঃ পরে গুরু-শিষ্য দুইজনে নাম-দেবতাকে প্রদক্ষীন করিয়া প্রনিপাত সহকারে তাঁহাকে শিষ্যর হৃদয়ে অবস্থান করিবার জন্য প্রার্থনা করিবেন।

TEXT 33

নাম-দেবতার অর্চন করিয়া, তাঁহাকে নৈবিদ্য প্রদান পশ্চাত যজ্ঞ-অগ্নিতে অবশিষ্ট আহুতি দিয়া অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হইবে। শিষ্য গুরুকে আরাধনার পশ্চাত সমবেত বৈষ্ণব-মন্ডলীকে প্রসাদ নিবেদন করিয়া উহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবেন।

TEXT 34

উপর-উক্ত নাম-সমস্কার সমাপ্তির পর, শিষ্যদিগের মধ্যে তাহাদের গুণ-গৌরব বিচার পশ্চাত গুরু নির্নয় করিবেন যে শিষ্যদের মধ্যে কাহাদের জীবন ভগবানের সেবায় উৎসর্গীকৃত, পবিত্র এবং স্বভাবত আজ্ঞাবহ এবং অনুবর্তী। এই সব শিষ্যগনের নিমিত্তে, গুরু মন্ত্র-সমস্কারের অনুষঠান আয়োজন করিবেন এবং উহাদের নিকট মন্ত্রের রহস্যভেদ করিবেন।

TEXT 35-36

গুরু মন্ত্র-সমস্কারের শুভ দিন নির্ধারিত করিবেন। সেই দিন গুরু এবং শিষ্য সকল স্নান ও আচমন করিয়া বিশুদ্ধ চিত্তে মন্ত্র-সমস্কারে আসিয়া বসিবেন। গুরু নিজের অবশ্যকরনীয় যজ্ঞ পালন করিয়া শিষ্যগণের সম্মুখে বসিবেন। তিনি শিষ্যগণের ডান মণিবন্ধে শুভ সূত্র বাধিবেন। ইহার পরে শ্রী নারায়ণের উপাসনা সুসমপন্ন করিয়া যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করিবেন এবং বংশাবলী পদ্ধতি সহকারে হোম অর্পণ করিবেন।

TEXT 37-39

পঞ্চায়ুধা মন্ত্র পরিবর্তে মূল-মন্ত্রের সাহায্যে এই হোম সম্পন্ন করা উচিত। শ্রী নারায়ণকে নৈবিদ্য অর্পণ করিয়া অবশিষট অংশ হেমকুন্ডে অর্পণ করা হইবে। এইপ্রকারে হোম-যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া গুরু এবং ওনার শিষ্যগণ হোমকুন্ডকে ও স্থাণ্ডিলে অবস্থিত বিষ্ণু-বিস্তারগণকে প্রদক্ষীন করিয়া প্রণিপাত হইয়া আশির্বাদ প্রার্থনা করিবেন। তত্পশ্চাত গুরু, শিষ্যগণকে নিজের নিকট বসাইয়া নিজে প্রধান ভূমিকা নিয়া শিষ্যদের সমহারা-ন্যাস এবং অন্যান্য শুদ্ধি-সমস্কার সমুচিত পদ্ধতিতে পালন করাইবেন। শিষ্যগণের রক্ষনার্থে তিনি শোষন-কর্ম এবং রক্ষন-কর্ম অশ্ট মন্ত্রের সহিত সম্পাদন করিবেন। ইহার পরে গুরু শিষ্যদের, নিজের শ্রী-চরণে প্রণিপাত হইবার আদেশ দিবেন।

TEXT 40-42

গুরু এইবার শিষ্যদের পরম-মন্ত্র প্রদান করিবেন, যা ন্যাস-মন্ত্র নামে বিখ্যাত (বিষ্ণুর শ্রী চরণে আত্ম-সমর্পনের মন্ত্র)। তিনি এই বার শিষ্যগণকে ন্যাস-মন্ত্রের তাত্পর্য স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিবেন, "পরম পুরষ ভগবান্ নারায়ণ এবং তাঁহার দিব্য সঙ্গী লক্ষ্মী, ভগবতী শ্রী, সব জীবগণের প্রভু এবং অধীশ্বর। তোমরা সকল ওনাদের শাশ্বত সেবক। তীব্র ইচ্ছা সহকারে ভক্তি-যোগ পালন করো, যাহা কিছু ভক্তি-যোগের অনুকূল তাহা স্বীকার করো, যাহা কিছু ভক্তি-যোগের প্রতিকূল তাহা ত্যাগ করো। ভগবান্ দ্বারা নিজের প্রতিপালন এবং সংরক্ষণ বিশয়ে সুনিশ্চিত থেকো, কেবল ওনার চরন-কমলে আশ্রয় নিয়ো এবং নিজেকে একান্ত ভাবে ওনার সেবায় নিয়োগ কোরো। গুরুর মুখ-পদ্ম দিয়া শ্রবণ করিয়া শিষ্যগণ ন্যাস-মন্ত্রের সহিত ভগবান হরির চরন-কমলে আত্ম-সমর্পন করিবে।

TEXT 43

শিষ্যগণের আত্ম-সমর্পন করিবার পরে, গুরু শিষ্যদিগের নিকট ব্যপক-মন্ত্র (শ্রী হরির ষোল-অক্ষর, বারো-অক্ষর এবং আঠ-অক্ষর মন্ত্র), অন্যান্য আরো মন্ত্র, যেগুলি অংগ-ন্যাসে ব্যবহৃত হয়, এই জ্ঞান প্রকাশ করিবেন। ইহার পরে গুরু শিষ্যগণকে যথাবিধি নিজের আশ্রয়ে স্বীকার করিবেন এবং তাহাদের আধ্যাত্মিক কর্তব্য ও সদাচারের শিক্ষা দিবেন। এই সব শিক্ষা নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে বর্ননা করা হইয়াছে।

TEXT 44

সর্বদা শ্রী বিষ্ণুর নিমিত্তে কর্ম করিতে হইবে। কোন ক্রমে জঘন্য কর্মে প্রবিত্ত হইবে না। সর্বদা নিজেকে আধ্যাত্মিক স্তরে রাখিবে। মনকে কখন ভৌতিক আকাঙ্ক্ষা কাবু না করে সেই প্রচেষ্টা করিতে হইবে।

TEXT 45

সর্বদা পরম পুরুষ ভগবান্ শ্রী নারায়ণ, যিনি সর্বেশ্বর, কেবল তাঁহার ভজন করা কর্তব্য। কখনো অন্য দেবতার পূজা করিবে না। নিজের শরীর সর্বদা ভগবানের প্রতীক দিয়া আভুষিত করিয়া রাখা উচিত, কিন্তু কখন কোন দেবতার প্রতীক দিয়া নয়।

TEXT 46

সর্বদা বৈষ্ণবগনের সেবা করিবে। যাহারা ভগবান্ বিষ্ণুর চরন-কমলে অন্যন্য আত্মসমর্পন বিশ্বাস করে না,ইহাদের সঙ্গ সদা ত্যাগ করিবে। এই শিক্ষা গ্রহন করিয়া শিষ্যগন গুরুর শ্রী-চরনে প্রনিপাত হইয়া ওঁ শব্দ উচ্চারন করিয়া আত্মনিবেদন করিবেন।

TEXT 47

অনুষ্ঠান সমাপ্তির পর এবং আত্ম-সমর্পনের মর্মার্থ জ্ঞাত হইবার পর শিষ্যগনের প্রধান কর্তব্য শ্রী নারায়ণকে হৃদয়ে রাখিবার প্রযত্ন করা। প্রবর্তিত নিয়মানুসার শিষ্যগন গুরুর উপাসনা করিয়া সমবেত বৈষ্ণব-মন্ডলীকে প্রসাদ বিতরন করিবেন।

TEXT 48-50

যাগ-সমস্কারের পশ্চাত শিষ্যগন ভগবান্ হরির দৈনিকউপাসনার অধিকার প্রাপ্ত হন। গুরু, এই সমস্কার আয়োজনের উপযুক্ত শুভ দিন এবং নক্ষত্র নির্বাচন করিয়া, সেই শুভ দিনে প্রথমে শ্রী নারায়ণের উপাসনার পশ্চাত হোম-কুন্ড স্থাপিত করিয়া মন্ত্র-সমস্কারে বর্নিত পদ্ধতি অনুসার তাহাতে ঘী এবং হবিষ্য অর্পন করিবেন। ইহার পরে গুরু ইতঃপূর্বে রীত্যনুসারে স্থাপিত ভগবান বিষ্ণুর অর্চা-বিগ্রহর উপাসনার ব্যবস্থা করিবেন। ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চা-বিগ্রহর সঙ্গে শ্রী-দেবী,ভূমি-দেবী,লীলা-দেবী, আর পরিবারের সকল (নিত্য অস্ত্রশস্ত্র, আভুষন, নিত্য সেবক এবং নিত্য পরিকর) নিজ নিজ বিগ্রহ স্বরূপে উপস্থিত থাকা অতি উত্তম। অবস্থা বিশেষে ভগবানের পারিসদ্বর্গ, অস্ত্রশস্ত্র, অলঙ্কারাদি অব্যক্ত-বিগ্রহ রূপেও উপস্থিত থাকিতে পারেন। এই অবস্থায় ইঁহাদের মানসিক উপাসনা কর্তব্য। গুরু উপরুক্ত অর্চা-বিগ্রহের সম্মুখে হোম-যজ্ঞ প্রতিপাদন করিবেন।

TEXT 51-52

কল্প-সূত্রতে (বৈদিক আচার-সংক্রান্ত সারগ্রন্থ) ত্রয় প্রকার উপাসনার বিধি বর্নিত হইআছে-শ্রৌত,দিব্য এবং আরষ। গুরু নিজের কুল এবং বংশাবলী পূর্বপুরুষদের,আচারানুষ্ঠানকে মনোনীত করিয়া শিষ্যগনকে অর্চা-বিগ্রহর স্থাপনা এবং উপাসনার পদ্ধতি

সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া যাগ-সমস্কার সমাপ্ত করিবেন।

TEXT 53

গুরু নিজের শিষ্যদিগকে স্বাধ্যয় (শাস্ত্র পাঠ এবং চর্চা) এবং যোগ শিক্ষা যথাবিহিত ও যথোপযুক্ত সময়ে প্রত্যক দিবসে অনুশীলন করিবার জন্য প্রেরিত করিবেন।এই প্রকারে যাগ-সমস্কার অনুষ্ঠান সম্পুর্ন হইলে, শিষ্যগন গুরুর উপাসনা করিয়া প্রসাদ বিতরনের মাধ্যমে বৈষ্ণবগনের সন্তুষ্টি বিধান করিবে।

পঞ্চ-সমস্কার গ্রহন প্রনালী বর্নন অধ্যায় শেষ হইল।

TEXT 54

কোন কোন গুরু বা আচার্যগন যথাবিহিত পঞ্চ-সমস্কার, পর পর পাচ দিনে (এক দিনে একটি সমস্কার, পর পর যে ক্রম অনুযাই বর্নিত) করিতে ইচ্ছুক হন না। সেই হেতু এক,দুই,তিন,চার বা পাচ অনুষঠান একই দিনে সম্পন্ন করা যায়।

TEXT 55

যদি একের চে বেশী সমস্কার এক দিনে অনুষ্ঠিত হয়, তবে মন্ত্র-সমস্কারের হোম-যজ্ঞ প্রধান স্বীকার করা হইবে এবং বাকী সমস্কারের হোম-যজ্ঞ তার আধীন থাকিবে। সমস্ত অধীন যজ্ঞ সমাপ্ত হইবা পর প্রধান যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করা হইবে।

TEXT 56

যদি পাচ সমস্কার একই দিনে অনুষ্ঠিত করা হয়, তো কেবল একটি হোম-কুন্ডতে মন্ত্র-আহুতি অর্পন করিয়া বাকী সমস্কারের আহুতি ক্রম অনুসারে অর্পন করিয়া অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হইবে।